দৈনিক ইনকিলাব

464

তারিখ 18 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

অস্ত্র উদ্ধার হয়নি ঃ শিবিরের ৫ নেতা-কর্মী গ্রেফতার

ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে পাল্টা হামলার পর চট্টগ্রাম ভার্সিটির ৫টি হলে পুলিশী অভিযান

চট্টগ্রাম (১৭ নভেম্বর), বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে গতকাল দু'দফা হামলা-পাল্টা হামলার পর উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গতরাতে পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হলে তল্লাশি অভিযান চালায়। তিন শতাধিক পুলিশ গতকাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে কোন অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধার করতে পারেনি। তবে ৫ জন শিবির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে শিবির ঘোষিত আজকের (সোমবার) ধর্মঘট কর্মসূচী সফল হয়নি। শিবিরের ২৪ জনকে আসামী করে আরো একটি মামলা হয়েছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সকালে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় শিবির কর্মী শাকিল আহত হয়। এ খবর বিকেলে ক্যাম্পাসে পৌছলে শিবির বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিকেল ৫টায় মিছিলটি ভার্সিটি রেল স্টেশনে পৌছলে সেখানে শিবির কর্মীদের হামলায় বকুল স্মৃতি সংসদের সদস্য সচিব রাচি ও ছাত্রলীগের কর্মী মোজাম্মেলসহ ২ জন আহত হয়। এ সময় ভার্সিটি ১ নং সড়কের দিক থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা এগিয়ে এলে শিবির ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ ঘটনার পর বকুল স্মৃতি সংসদের সদস্য সচিব রাচি বাদী হয়ে শিবিরের ২৪ জনকে আসামী করে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করে মামলা নং ১১(১৬-১১-৯৭)।

এরপর সন্ধ্যা ৭টা থেকে পুলিশ হলসমূহে তল্লাশি শুরু করে। পর্যায়ক্রমে সোহরাওয়ার্দী, আলাওল, এফ রহমান, শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে রাত দশটা পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু পুলিশ কোন অস্ত্র পায়নি। তবে ভার্সিটি রেল স্টেশনে ছাত্রলীগের উপর হামলার দায়ে রাতে সোহরাওয়ার্দী হল শাখা শিবির সভাপতি খোরশেদ আলম, শিবির কর্মী মিজানুর রহমান ও আবু সালেহ মুছাকে গ্রেফতার করে। একই ঘটনায় আজ সকালে শিবির কর্মী ইউসুফ সিকদার ও আমির হোসেন গ্রেফতার হয়।

এদিকে হলে হলে তল্লাশি ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে শিবির তাৎক্ষণিকভাবে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডাক দেয়। কিন্তু আকস্মিক এই ধর্মঘটে, তেমন সাড়া পড়েনি। শিবির নেতাদের তেমন তৎপরতা চোখে পড়েনি। ধারণা করা হচ্ছে গ্রেফতার এড়াতে শিবির নেতারা গা-ঢাকা দিয়েছে। ধর্মঘট হলেও শার্টল ট্রেন, শিক্ষক ও স্টাফ বাস যথারীতি চলেছে। পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম হয়েছে। তবে গোলযোগের আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো কম। বকুল স্মৃতি সংসদ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র ঐক্যের বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি খোকন দাস, ছাত্র ইউনিয়নের ইমন, ছাত্রলীগের ফজলুল হক, জহিরুদ্দীন মাহমুদ লিপটন, মনসুর আহমদ বিপ্লব, মাইনুল হাসান মাসুদ বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, বিনা উস্কানিতে শিবির ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর হামলা করেছে। ছাত্রলীগ নেতাদের বিভিন্ন কটেজে খুঁজাখুজি করেছে। তারা বলেন, পুলিশ কোন দাগী আসামী ও সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার বা অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তারা অবিলম্বে শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারের দাবী জানান।

ছাত্রদলের সমাবেশ

চট্টগ্রাম রেল স্টেশন, ষোলশহর ও ভার্সিটি ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবীতে আজ দুপুরে ভার্সিটি রেল স্টেশনে ছাত্রদলের মিছিল ও সমাবেশ সংগঠনের সহ-সভাপতি সানিয়াৎ শমসের সোহেল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বদরুল হুদা সিদ্দিকী, আনিসুল হক, মোঃ সেলিম, ফখরুল ইসলাম, আনোয়ারুল করিম, সাইফুর রহমান শপথ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বকুলের রক্ত শুকাতে না শুকাতেই ক্যাম্পাসে আবারো রক্ত ঝরছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। ছাত্র-ছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত। তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবী জানান।